ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি

কিলট্রাপ বা মরণ ফাঁদ

(বিদেশী কারিগরি সহযোগীতায় বাংলাদেশে তৈরী)

ভূমিকা ঃ

ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদেরকে মাঠে এবং ঘরে দেখা, ধরা, আটকানো, মারা খুবই কঠিন কাজ, কারন এরা রাতের বেলায় চলাচল করে এবং দিনের বেলায় গর্ত বা কোন নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম করে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের ফাঁদসহ নানা পদ্ধতি আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করে এ কঠিন কাজটি সম্পন্ন করছে। মনে রাখতে হবে যে, ইঁদুর পর্যাপ্ত খাবার, পানি ও নিরাপদ বাসস্থান পেলে সারা বছরই বংশ বিস্তার করতে সক্ষম। ইঁদুর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো হঠাৎ হঠাৎ প্রয়োগ করলে সাময়িক ভাবে ইঁদুরের সংখ্যা কমবে কিন্তু দ্রুত বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে, তাই ইঁদুর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো সারা বছরধরে প্রয়োগ করতে হবে। ইঁদুর সম্পর্কিত ও ইহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তির অভাবে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ইঁদুরের ক্ষতিগুলো এড়িয়ে বা অসহায়ের মত সহ্য করে আসছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এইড-কুমিল্লা ২০০২ সাল হতে দাতাসংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় এবং দেশী ও বিদেশী ইঁদুর বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহায়তায় গ্রাম্যজনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ইঁদুর ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এইড কুমিল্লা পার্বত্য জেলাসমূহ সহ কুমিল্লা, বগুড়া, নেত্রকোনা, কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরা জেলায় কাজ করছে। এ সমস্ত এলাকায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ নতুন প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে আমরা ভাল ফলাফল পেয়েছি তার মধ্যে কিলট্রাপ / মরন ফাঁদ অন্যতম। কিলট্রাপ / মরন ফাঁদটি ট্রিগার পদ্ধতিতে কাজ করে। ইঁদুর যখন ফাঁদে প্রবেশ করে বা টোপ খাওয়ার জন্য ট্রেডলের উপর পা রাখে তখন সাথে সাথে ট্রিগার মুক্ত হয়ে ইঁদুরের উপর পরে ও ইঁদুরটি মারা যায়। এ জন্য এ ফাঁদের নামকরন করা হয়েছে মরন ফাঁদ।

ফাঁদের সুবিধা সমূহ ঃ

(১) যে কোন স্থানে বসানো যায় (২) ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সহজ (৩)অন্যান্য ফাঁদের চেয়ে এদের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকাল বেশী (৪) ফাঁদে পড়ার সাথেসাথে ইঁদুর মারা যাবে (৫) ছোট, মাঝারি, বড়সহ সব ধরনের ইঁদুর, চিকা ও কাঠ বিড়ালী সহজেই মারা যায়। (৬) বারবার বসানোর মাধ্যমে অনেক ইঁদুর এক রাতে মারা সম্ভব। (৭) সাবধানে ব্যবহার করলে ফাদটি সহজে নষ্ট হয় না এবং মরিচা পরে না।
(৮) টোপ হিসাবে খাবারের পরিমান কম লাগে (এই ফাঁদে টোপ/খাদ্য হিসাবে নারিকেল, বিস্কুট, আম, কাঁঠাল, আলু ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কি কৃষকের ঘরে যখন যা থাকে তাই খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে)।

চিত্র - মরন ফাঁদ / কিল ট্রাপে ধৃত ইঁদুর

ফাঁদ বসানোর স্থান ও নিয়ম ঃ

ফাঁদ বসালেই / পাতলেই যে ইঁদুর ফাঁদে পড়বে বা আটকাবে এমন কোন কথা নাই তারন ফাঁদটি ব্যবহারের কিছু কিছু নিয়ম আছে। নিয়ম মেনে ফাঁদটি বসালেই ইঁদুর ফাঁদে পড়া বা আটকানোর সম্ভাবনা বেশী তাই টেকসইভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনার জন্য মরন ফাঁদ ব্যবহারের নিয়মগুলো জানা প্রয়োজন। ফাঁদ ব্যবহারের নিয়মগুলো হলো:-

> নতুন গর্তের মুখের কাছে যে জায়গা দিয়ে ইঁদুর গর্তে যাতায়াত করে
> ঘরের সিলিংয়ে যেখান দিয়ে ইঁদুর চলাচল করে
> ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় > ঘরের দেয়াল ঘেসে
> ক্ষেতের আইল বেসে > ডোলের ভিতরে
> ডোলের নীচের অংশে যে জায়গা দিয়ে ইঁদুর যাতায়াত করে
> ট্রাপগুলো সবসময় পরিষ্কার করে রাখা বা সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা
> পানীজমির যেখান দিয়ে ইঁদুর গর্তে যাতায়াত করে

চিত্র - মরন ফাঁদে খাবার ব্যবহার

চিত্র- ফাঁদের ট্রিগার আটকানোর নিয়ম

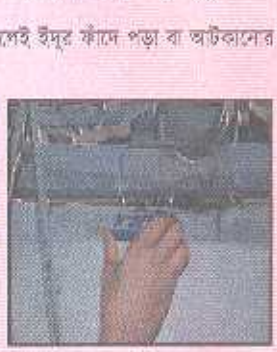

চিত্র- ঘরের সিজিং ঘেসে

ফাঁদ বসানোর সময় ঃ

সূর্য ডোবার পর পর এবং সূর্য উঠার আগ মুহূর্তে ইঁদুর সবচেয়ে বেশি তৎপর থাকে। তাই সন্ধ্যার সাথে সাথেই ফাঁদ বসাতে হবে।

ফাঁদে খাবার (টোপ) ব্যবহার ঃ

ইঁদুর সর্বভূক জাতীয় প্রাণী। ফাঁদে যে কোন খাবার ব্যবহার করা যাবে তবে ইঁদুর দানা জাতীয় খাবার বেশি পছন্দ করে। ফাঁদে খাবার ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলো-
১. প্রতি দিন নতুন খাবার ২. সুগন্ধিযুক্ত খাবার ৩. দানাজাতীয় খাবার
৪. সুগন্ধিযুক্ত তৈল ৫. যে কোন খাবার তবে বাসি খাবার ব্যবহার না করাই ভাল
সতর্কতা ঃ মৃত ইঁদুরগুলোকে অবশ্যই মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

চিত্র- ঘরের দেয়াল ঘেসে

চিত্র - ট্রিগার খোলার নিয়ম

কিলট্রাপ বা মরণ ফাঁদটির বর্তমান পাইকারী মূল্য মাত্র ৫০ টাকা এবং খুচরা মূল্য ৬০ টাকা।

এই ফাঁদটি পেতে হলে যোগাযোগ করুনঃ এইড-কুমিল্লা, কুমিল্লা (নাজমুল- ০১৭১১-৩৬৬৯১২, সিদ্দিকী- ০১৭১৪-৩১৫৪৪৮, বাবের- ০১৯২৫-১৪১১৪৩) সুশীলন, সাতক্ষীরা (হাসান- ০১৭১৯-২৬৫৮৭০), আরবান, নেত্রকোনা (মিজান- ০১৯২১-৯০১০৭৬), মুক্তি নারী, কুষ্টিয়া (প্রশান্ত- ০১৯১৬-২৩৮১৬৫), এলডিআরও, বগুড়া (কামরুল- ০১৯১২-৩৪৩৪৬৯), বিআরএমএ, ঢাকা (সালাউদ্দিন- ০১৭১১-৮২৭৯৪৮)।

গ্রাম বাংলায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

Rat management for Rural Communities Project

Lead Organization : AID-COMILLA

AID-COMILLA LDRO Mukt PromPT